দৈনিক ইত্তেফাক

11 MAY 2008

শারীরিক শিক্ষা কলেজের নির্মাণ কাজ শেষ ॥ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি

॥ সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস ॥

অবকাঠামো নির্মাণসহ সব কাজ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিনেও বরিশালে স্থাপিত শারীরিক শিক্ষা কলেজে জনবল নিয়োগ না দেয়ায় ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়নি। এ বছর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিকট কলেজটি হস্তান্তরের কথা থাকলেও সে প্রক্রিয়াও থমকে রয়েছে। নগর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কীর্তনখোলা নদী পেরিয়ে সদর উপজেলার চরকাউয়ার নরকাঠী গ্রামে ১০ একর জমির উপর ৬ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০০৪ সালে গড়ে তোলা হয় বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজ। ঐ সম্পত্তির উপর গড়ে তোলা ভবনগুলোতে রয়েছে প্রশাসনিক, ছাত্রাবাস, ডাইনিং ও কমন রুম, জিমনেশিয়াম, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার। ইতিমধ্যে অবকাঠামোসহ প্রতিটি ভবনের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের প্রাচীর থেকে শুরু করে সড়ক, বিদ্যুৎ ও পানির কাজও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করেছে। গত বছরের শেষের দিকে ঐ স্থানের বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজের সব কাজ সম্পন্ন হলেও আজ পর্যন্ত কলেজটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। এ বছরের প্রথম দিকে ঐ কলেজে জনবল নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও অজ্ঞাতকারণে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে বলে সূত্র জানায়। ঐ কলেজে শিক্ষক অধ্যক্ষের আগে দেশের অন্য একটি কলেজ থেকে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হবে। এছাড়া একজন উপাধ্যক্ষ, ১২ জন লেকচারার ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ কমপক্ষে ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার কথা রয়েছে। জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করে এ বছর জুন-জুলাইতে প্রথম সেশন শুরু করার কথা থাকলেও অদ্য পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এখানকার জেলা ক্রীড়া অফিস সূত্র জানায়,

বরিশাল

বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজটিতে দুইশ শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এখানে ১০ মাসের ডিপ্লোমা শেষ করলে শিক্ষার্থীরা বিপিএড ও বিএড সমমানের মর্যাদার সার্টিফিকেট পাবে। ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে বিএ পাস হতে হবে। তবে প্রথম পর্যায়ে একশ ছাত্র ভর্তি করা হবে। পরে আবাসন সমস্যার সমাধান করে আরো একশ ছাত্রীকে ভর্তি করা হবে। ছাত্রীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ না করায় তাদেরকে এখন ভর্তি করা হবে না। এ কলেজ থেকে ছাত্ররা ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, হকিসহ বিভিন্ন খেলাধুলা সম্পর্কে বেসিক ধারণা পাবে। ভর্তি হওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের সরকার কর্তৃক ৫শ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হবে। কলেজে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে হোস্টেলে থাকতে হবে। কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করবে। ১০ মাসের সেশনে ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বর থাকবে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার উপর। বাকি ৪শ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে দেশের ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও বাগেরহাটে এ ধরনের ৪টি কলেজ রয়েছে। সেখানে প্রতিবছর জুন-জুলাই সেশনে ভর্তি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়ায় স্থাপিত শারীরিক শিক্ষা কলেজের প্রশাসনিক ভবন-ইত্তেফাক